গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ২ সংখ্যা | ৮ - ১৪ আগস্ট ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ভোটসর্বস্ব দলগুলির পাল্টা রাজনীতির চর্চা করছে এস ইউ সি আই (সি)

৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ সমাবেশে কমরেড প্রভাস ঘোষ

আমরা একটা পাল্টা সংগ্রাম চালাচ্ছি। মানুষকে নৈতিক দিক থেকে, চারিত্রিক দিক থেকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে শাসক শ্রেণি। আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে। ৫ আগস্ট কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের ৫০তম স্মরণ দিবসের বিশাল সমাবেশে কথাগুলি বললেন, এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

নানা বয়সের, নানা পেশার মানুষ, কোলের শিশু, স্কুল পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাবা-মা, প্রবীণ

পাঁচের পাতায় দেখুন

● বিশাল জনসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

অভয়া আজও ন্যায়বিচার পেল না কেন

জবাব চায় জনগণ

এক বছর পার হয়ে গেল। বিচার পেলেন না অভয়া। কেন এতদিনেও এমন এক নজিরবিহীন ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার হল না? কে আটকাল? আটকাল রাজ্য সরকার, আটকাল কেন্দ্রীয় সরকার, আটকাল পুলিশ, সিবিআই, বিচার ব্যবস্থা। কেন একটি ধর্ষণ-খুনের ঘটনার ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে এতগুলি শক্তি এক হয়ে গেল? কারণ এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বার্থ এই ন্যায়বিচার আটকানোর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ, সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, মৃত মানুষের অঙ্গ নিয়ে অনৈতিক ব্যবসা, পরীক্ষা ও রেজাল্ট নিয়ে যে অতলান্ত দুর্নীতি-চক্র, থ্রেট-চক্র গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে রাজ্যের শাসক দলের উঁচু থেকে নিচু সব স্তরের নেতা-কর্মীরা জড়িয়ে রয়েছে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

আর জি কর হাসপাতালে ডাঃ বিপ্লব চন্দ্রের নেতৃত্বে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের বিক্ষোভ। ৯ আগস্ট ২০২৪

‘বাংলাদেশি ভাষা’! দিল্লি পুলিশের তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

বঙ্গভবনে পাঠানো দিল্লি পুলিশের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩ আগস্ট বলেন, সংবিধানের অষ্টম তফসিল অনুযায়ী বাংলা ভাষা ভারতের একটি ভাষা এবং এ দেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্য ভাষা। দিল্লি পুলিশের মতো একটি সাংবিধানিক সংস্থা তা জানে না এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাংলা ভাষাকে তারা কেমন করে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ হিসাবে লিখে দিল, তা বোধগম্য নয়।

এ রাজ্যের বাইরে থাকা হতদরিদ্র পরিযায়ী শ্রমিক ও সংখ্যালঘু মানুষকে হেনস্থা করা, বিদেশি বলে চিহ্নিত করে বিতাড়িত করা এবং এমনকি সীমান্তের ওপারে ‘পুশ-ব্যাক’ করার কাজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দফতর দীর্ঘদিন ধরে করে চলেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটেছে চিঠিতে। আমরা দিল্লি পুলিশের এই চিঠির তীব্র নিন্দা করছি।

জবাব চায় জনগণ

একের পাতার পর

এই দুর্নীতি চক্রেরই পরিণাম অভয়ার হত্যা। এই হত্যা রহস্য উদঘাটিত হলে অনেক রাঘববোয়ালেরই জড়িয়ে পড়া নিশ্চিত। তাই প্রথম থেকেই রাজ্য সরকার এই হত্যাকে আত্মহত্যা বলে চালাতে চেয়েছে, বাধা দিয়েছে যে কোনও রকম তদন্তে। সমস্ত প্রমাণ লোপাটের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। আর পুলিশ যথারীতি শাসক তৃণমূলের আজ্ঞাবহ হিসাবে কাজ করেছে— যেমনটি সব সরকারের আমলে করে থাকে।

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিকে সামনে রেখে যে অভূতপূর্ব গণজাগরণ ঘটেছিল, এক কথায় তা নজিরবিহীন। মহিলাদের সক্রিয় এবং সরব অংশগ্রহণও এমন করে আর কোনও আন্দোলনে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। সমাজের সব স্তরের শোষিত সাধারণ মানুষ অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের ক্ষোভ, দুঃখ শোষণ, বঞ্চনাই তাঁদের অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবির সাথে একাত্ম করে দিয়েছিল। আন্দোলনের এই গণচরিত্রই কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। এই ভীতিই মিলিয়ে দিয়েছিল উভয় সরকারকে। উভয়েই আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যদি অভয়ার ন্যায়বিচার মানুষ একবার ছিনিয়ে নিতে পারে তবে সমাজে তা এক বিরাট দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। আগামী দিনে নির্যাতিত-বঞ্চিত মানুষ তাদের উপর ঘটে চলা সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার অর্জন করতে আন্দোলনকেই সঠিক রাস্তা হিসাবে বেছে নেবে, যা শেষ পর্যন্ত শোষণের ভিতটাকেই নাড়িয়ে দেবে। সেই আন্দোলনের হাত থেকে কোনও সরকারই রেহাই পাবে না। তাই স্বার্থের অনেক সংঘাত সত্ত্বেও কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই ন্যায়বিচারের কণ্ঠরোধ করতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সিবিআই খাঁচায় পোষা তোতাপাখির মতো শুধু কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নির্দেশ পালন করেছে মাত্র। নিরপেক্ষতা, সঠিক তদন্ত সব কিছুই চাপা দিয়ে দিয়েছে শাসক দলের স্বার্থের কার্পেটের তলায়। বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতাও যে শাসক শ্রেণির স্বার্থের নিরিখেই নির্ধারিত হয়, এই ঘটনা দেশের মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে তা-ও দেখিয়ে দিল।

তা হলে উপায়? আন্দোলনই একমাত্র বিকল্প। অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের খবর পাওয়া মাত্র জুনিয়র ডাক্তাররা মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার চক্রান্ত আটকাতে সক্রিয় হন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধর্ষণ ও খুনের তদন্ত এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় জুনিয়র ডাক্তাররা একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট’ গড়ে তুলে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। তখন দলমত নির্বিশেষে সব স্তরের মানুষের প্রতিবাদের এক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে এই সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলনকে সমর্থন করে এসইউসিআই(সি)। আন্দোলনে জুনিয়র ডাক্তারদের অসাধারণ ভূমিকার কারণেই সরকার বাধ্য হয় কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল সহ স্বাস্থ্য দফতরের বেশ কিছু আমলাকে পদ থেকে সরিয়ে দিতে। হাসপাতালের সুপার সন্দীপ ঘোষ এবং প্রমাণ লোপাটের সহযোগী হিসাবে টালা থানার ওসিকে গ্রেফতার করা হয়। আন্দোলনের চাপেই মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হন জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তাঁদের অনেকগুলি দাবি মেনে নিতে। এই আন্দোলনের ফলেই প্রকাশ্যে আসে হাসপাতালগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বিরাট দুর্নীতি চক্রের কথা, থ্রেট সিন্ডিকেটের কথা। এগুলি একেকটি ধাপে আন্দোলনের জয়।

এই আন্দোলনের আরও উল্লেখযোগ দিক হল, একজন সাধারণ মানুষও যে শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আঙুল তুলতে পারে, তার দাবির কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে, বাড়ির বাইরে কখনও না বেরনো একজন সাধারণ মহিলাও যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে, নিজের সন্তানের নিরাপত্তার দাবি তুলতে পারে, এই বলিষ্ঠতা এই আন্দোলনই এনে দিয়েছে। এখনই সব দাবি না মানলেও— সরকার আজ জনগণের আদালতে চরম অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত। আজ হোক কাল হোক মানুষ তার অন্যায়ের বিচার করবেই। কিছু রাজনৈতিক শক্তি এই আন্দোলনকে ব্যবহার করে ভোট রাজনীতির ফয়দা তোলার চেষ্টা করলেও সাধারণ মানুষ, জুনিয়র ডাক্তারা সেই ফাঁদে পা দেননি। এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

কেন্দ্র-রাজ্য উভয় শাসকের সম্মিলিত প্রতিরোধের সামনে দাঁড়িয়ে জয় ছিনিয়ে আনতে হলে আন্দোলনকে নিয়ে যেতে হবে আরও অনেক দূর। তার জন্য দরকার আন্দোলনকে আরও সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল রূপ দেওয়া। তার জন্য দরকার পাড়ায় পাড়ায়, স্কুলে-কলেজে, কারখানায় অসংখ্য জনগণের কমিটি গড়ে তোলা। দরকার সেই কমিটির নেতৃত্বে একদিকে অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিকে সমাজের কোণায় কোণায় পৌঁছে দেওয়া, তেমনই যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৮ ও ৯ আগস্ট ঘটনার এক বছর পূর্তিতে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ডব্লুবিজেডিএফ। ৮ তারিখ সন্ধ্যায় কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মশাল মিছিল শেষে শ্যামবাজারে সারা রাত কর্মসূচি, ৯ তারিখ আর জি কর মেডিকেল কলেজে বিকেলে অভয়ার প্রতীকী মূর্তি ‘ক্রাই অফ দি আওয়ার’-এর সামনে সভা। ডব্লুবিজেডিএফ নেতৃত্ব সকলের কাছে এই কর্মসূচিকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

এখনই সব দাবি না মানলেও— সরকার আজ জনগণের আদালতে চরম অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত। আজ হোক কাল হোক মানুষ তার অন্যায়ের বিচার করবেই

ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

পূর্ব মেদিনীপুরে উত্তর মেচগ্রামের একটি ছাত্রী-নিবাসে ২৮ জুলাই একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ৩০ জুলাই এআইডিএসও-র পাঁশকুড়া আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে থানার আইসি-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এর আগেও ওই ছাত্রী-নিবাসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একাধিক ছাত্রীমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এ দিন পাঁশকুড়ার নারী নিগ্রহ বিরোধী কমিটি ও পাঁশকুড়া নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও মৃত ছাত্রীর পরিবার ও এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে থানায় বিক্ষোভ অবস্থান করা হয়। ছাত্রীটির পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করা হলে পরদিন ছাত্রী-নিবাসের সুপারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সঠিক তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের বিক্ষোভ মিছিল মেদিনীপুরে

গ্রামীণ নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের চেম্বারে ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস থেকে হানা দিয়ে চেম্বার বন্ধ রাখা সহ জেল ও জরিমানার হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে পথে নেমেছে পিএমপিএআই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি। গ্রাম শহরের সমস্ত নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের নাম নথিভুক্ত করে ট্রেনিং দেওয়া, ট্রেনিং-এর শেষে শংসাপত্র দেওয়া এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে নিয়োগ করা সহ অন্যান্য দাবিতে ২৪ জুলাই জেলা ড্রাগ কন্ট্রোলার এবং সিএমওএইচকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

আধিকারিকরা সংগঠনের দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে সহমত প্রকাশ করেন এবং সেগুলি পূরণের আশ্বাস দেন। বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন পিএমপিএআই নেতা মানস কর, রতন মুখার্জী, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের নেতা ডাঃ হরেকৃষ্ণ মাইতি প্রমুখ।

কোচবিহারে মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয় বন্ধ হল তৃণমূল সরকারের অবহেলায়

কোচবিহার জেলায় নিশিগঞ্জ এলাকার জনসাধারণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও জোরালো দাবির ভিত্তিতে ২০১১ সালে স্থাপিত হয়েছিল মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয়। কলেজ গড়তে একজন শিক্ষাপ্রেমী মানুষ সরকারকে প্রায় ১৭ বিঘা জমি দান করেন। কিন্তু সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের পরিবর্তে সরকার এটিকে সেল্ফ ফিনান্সিং মডেল কলেজ হিসাবে চালু করে। সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং নিশিগঞ্জবাসীর প্রত্যাশা ছিল, পরের শিক্ষাবর্ষ থেকেই কলেজটি সরকার পোষিত কলেজে রূপান্তরিত হবে।

২০১১ সালের পর থেকেই কলেজ প্রতিষ্ঠা পর্বের আন্দোলনকারীরা, কলেজের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষাপ্রেমী মানুষ, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বারবার সরকারের কাছে চিঠি, ডেপুটেশন এবং লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন। কিন্তু ১৪টি বছর কেটে গেলও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কলেজটির ছাত্রছাত্রীরা সরকারি সকল স্কলারশিপের জন্য আবেদন করার যোগ্য। সরকারি সকল সুবিধা পেলেও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা এখনও সরকারি বেতন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নন। ফলে বিগত তিন বছর ধরে প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা কলেজটি চালিয়েছেন। আর চালাতে না পেরে ১০ জুলাই থেকে তাঁরা কলেজ বন্ধকরে রেখেছেন।

বর্তমানে বিভিন্ন সেমিস্টারে পাঠরত কলেজের তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন বিপন্ন। কলেজটি বন্ধ হলে, মাথাভাঙা বিধানসভার বিস্তীর্ণ এলাকা, কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার ৮-১০টি অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সংকটের সম্মুখীন হবে। মানুষ ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, সেল্ফ ফিনান্সিং মডেলের নামে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে সরকার।

এই মহাবিদ্যালয়টি ২০১৯ সালে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেয়েছে।

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে কলেজ বাঁচাতে আন্দোলনে নেমেছে এআইডিএসও। কলেজে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ‘নিশিগঞ্জ মধুসূদন হোড় কলেজ বাঁচাও ছাত্র কমিটি’। ছাত্র কমিটির নেতৃত্বে ১৬ জুলাই নিশিগঞ্জ বাজারে ৩ ঘণ্টা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন ছাত্রছাত্রীরা।

ওই দিনই নিশিগঞ্জ নিশিময়ী হাইস্কুলে কনভেনশনের মাধ্যমে কলেজ গড়ার আন্দোলনের সময়কার নেতৃবৃন্দ, জমিদাতা, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক, অধ্যাপক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও ছাত্র প্রতিনিধিদের যুক্ত করে ‘নিশিগঞ্জ মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয় রক্ষা কমিটি’ গঠিত হয়। কমিটির পক্ষ থেকে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য এবং কলেজটি বাঁচাতে এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই সম্পূর্ণভাবে সরকার-পোষিত কলেজে পরিণত করার দাবিতে শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, অবস্থান বিক্ষোভ, সভা, বৈঠক প্রভৃতি কর্মসূচি চলছে।

মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের ছেড়ে দেওয়া হল এটাই কি বিজেপির সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা !

২০১৮-র জানুয়ারিতে গণদাবী লিখেছিল— ‘মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের শাস্তি দিতে চায় না সরকার’(গণদাবী, ৪ জানুয়ারি, ২০১৮)। ২০২৫-এর ৩১ জুলাই মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় বিজেপি নেত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ স্বাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর সহ সাত অভিযুক্তকে ‘বেনিফিট অফ ডাউট’-এর সুযোগে এনআইএ আদালতের বিচারক বেকসুর খালাস করে দেওয়ার পর কথাটার সত্যতা প্রমাণিত হল। বিচারক বলেছেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ কোনও বাস্তব প্রমাণ হাজিরই করেনি।

২০০৮-এর ২৯ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওতে একটি মসজিদের পাশে মোটর সাইকেলে রাখা বোমার বিস্ফোরণে নিহত ৬ জনের মধ্যে ছিল ১০ বছরের বালিকা ফারহিন, ১৯ বছরের যুবক আজহারও। বিচারক রায়ে বলেছেন, এটা প্রমাণিত যে, বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে এবং মানুষকে হত্যার জন্যই তা করা হয়েছে। তিনি মৃতদের পরিবারের এবং আহতদের জন্য যৎসামান্য হলেও ক্ষতিপূরণও বরাদ্দ করেছেন। অর্থাৎ বিস্ফোরণ, নাশকতা, হত্যা সবই ঘটেছে— কিন্তু তা ঘটায়নি কেউ ! ১৭ বছরেও এই জঘন্য নাশকতার জন্য দায়ী সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের চেষ্টাটাও সরকার করল না। ২০১৭-র ডিসেম্বরেই এনআইএ এই মামলার দশজন অভিযুক্তকেই পুরোপুরি ‘ক্লিন চিট’ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এনআইএ আদালতের তৎকালীন বিচারক বলেছিলেন, প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর সহ সাতজনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রমাণ আছে, ফলে তাদের বিচারের সম্মুখীন হতেই হবে। কিন্তু তারপরেও সরকারপক্ষ অপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা করেনি।

বিস্ফোরণে ব্যবহৃত মোটর সাইকেলটির মালিকানা প্রজ্ঞা ঠাকুরেরই বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, ফরেন্সিক পরীক্ষাতে তা প্রমাণের ইচ্ছা এনআইএ দেখায়নি। সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত বিস্ফোরক ওই জায়গায় কী করে এল তাও এনআইএ খুঁজে দেখেনি। ফলে ২০১৭-র ডিসেম্বরেই অভিযুক্তরা ‘মহারাষ্ট্র সংগঠিত অপরাধ আইন’ (মোকোকা) থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিল। অভিযুক্তদের সাথে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের যোগসাজশ স্পষ্ট করে দিয়ে ২০১৫-তে এই মামলার স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর রোহিনি সালিয়ান বলেছিলেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার বসার পর থেকেই তদন্তকারী এজেন্সির (এনআইএ) উচ্চমহল থেকে তাঁকে চাপ দেওয়া হচ্ছে ‘নরম মনোভাব’ নিয়ে চলার জন্য। সাংবাদিকদের কাছেও সুনির্দিষ্টভাবে তিনি অভিযোগ তুলে ধরেছিলেন। পক্ষপাতিত্ব করতে অস্বীকার করে তিনি মামলা থেকে সরে দাঁড়ান।

শুরুতে মহারাষ্ট্র পুলিশের ‘অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড’-এর পক্ষে এই মামলার তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন, ২০০৮-এর মুম্বাই সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত পুলিশ অফিসার হেমন্ত কারকারে। তিনিই মালেগাঁও বিস্ফোরণে স্বাধ্বী প্রজ্ঞা, কর্নেল পুরোহিত, মেজর রমেশ উপাধ্যায় ইত্যাদিদের যুক্ত থাকার বিষয়টা সামনে আনেন। কিন্তু তদন্ত গতি নেওয়ার আগেই তিনি নিহত হন। প্রশ্ন উঠেছিল, তাঁর নিজস্ব বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের বদলে নিম্নমানের জ্যাকেট তাঁকে কে দিল ? ২০১৯-এ স্বাধ্বী প্রজ্ঞা বলেছিলেন, আমার অভিশাপেই কারকারে মারা গেছে। এই রকম একজন তথাকথিত ‘স্বাধ্বী’-কে বিজেপি ভোপাল থেকে সাংসদ বানিয়েছিল। এই বিজেপি নেত্রী আবার গান্ধী হত্যার জন্য নাথুরাম গডসের উচ্চ-প্রশংসা করেছিলেন প্রকাশ্যেই। সে সময় বিপাকে পড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য বলেছিলেন, প্রজ্ঞা ঠাকুরকে তিনি কোনও দিন ক্ষমা করতে পারবেন না। কিন্তু দেখা গেল, তাঁর সরকারের এনআইএ প্রজ্ঞাজিকে সব অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়ে দিল ! মোদিজি-অমিত শাহজি-র অজান্তে এমনটা ঘটতে পারে কখনও ?

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার, ২০০৭-এর সমঝোতা এক্সপ্রেসে সন্ত্রাসবাদী নাশকতায় ৭০ জন মানুষের মৃত্যু এবং ৫০-এর বেশি আহত হওয়ার ঘটনাকে। স্মরণে আসে, ওই বছরেই হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণে ১৬ জন নিহত ও শতাধিক আহত হওয়ার ঘটনা। এই দুটি ক্ষেত্রেও সিবিআই-এনআইএ-এসটিএফের মতো তদন্তকারী সংস্থাগুলি কোনও প্রমাণ তুলে ধরেনি। ফলে অভিযুক্তরা সকলেই ছাড়া পেয়ে যায়। এই সমস্ত মামলাগুলিতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী এবং আরএসএস ঘনিষ্ঠ ‘অভিনব ভারত’-এর মতো সংগঠনগুলির সদস্যরাই অভিযুক্ত ছিলেন। মক্কা মসজিদ মামলায় বিজেপি ঘনিষ্ঠ স্বামী অসীমানন্দ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। অনুশোচনা প্রকাশ করে কথা বলে ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির কাছে লেখা তাঁর একটি না পাঠানো চিঠিও সিবিআই উদ্ধার করে। কিন্তু পরে তিনি স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেন।

সমঝোতা এক্সপ্রেস মামলাতেও অভিনব ভারত এবং স্বামী অসীমানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। এমনকি এই হিন্দুত্ববাদীদের সাথে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর ই-তৈবার একযোগে কাজ করার মতো অভিযোগও আন্তর্জাতিক পত্রিকায় এসেছিল। কিন্তু এনআইএ কোনও অভিযোগই প্রমাণ করার মতো তদন্ত করেনি। বিচারক জগদীপ সিং বলেছিলেন কোনও কিছু প্রমাণের ইচ্ছাই যেন তদন্তকারী সংস্থার ছিল না। তিনি বলেছিলেন, এমন একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কোনও কিছু প্রমাণ না হওয়া বিচারক হিসাবে চরম বেদনাদায়ক। মক্কা মসজিদ মামলার বিচারক রবীন্দ্র রেড্ডি সকল অভিযুক্তকে প্রমাণ অভাবে ছেড়ে দেওয়ার পর ক্ষোভে দুঃখে পদত্যাগ করেছিলেন। সরকারের ইচ্ছেটা পরিষ্কার করে দিয়ে সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ মামলার রায় আসার আগেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, সরকার উচ্চ-আদালতে কোনও আপিল করবে না। সেই তিনিই আবার মালেগাঁও মামলার রায় বেরনোর ঠিক আগেই সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ‘হিন্দুরা কখনও সন্ত্রাসবাদী হতে পারে না’। এর পরেও কি তাঁরই নিয়ন্ত্রণে চলা এনআইএ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতা ও প্রাক্তন বিজেপি সাংসদের ভূমিকা নিয়ে সঠিক তদন্ত করতে পারে ?

যদিও মালেগাঁও মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারক বলেছেন, কোনও ধর্মকেই সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়ানো ঠিক নয়। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু ‘হিন্দু’ কথাটা উল্লেখ করে অন্য ধর্মের লোককে পরোক্ষে সন্ত্রাসবাদী বলে রাখলেন না কি ! অথচ, অমিত শাহ বলছেন না, অতি সম্প্রতি মুম্বাই লোকাল ট্রেনে বিস্ফোরণ মামলায় নিরীহদের জড়ানো হয়েছিল বলে রায় দিয়ে ১২জনকে মুক্তি দিয়েছে মুম্বাই হাইকোর্ট। এই মামলায় নিম্ন আদালতে তাদের পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড ও সাতজনের যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল। তাঁরা ১৮ বছর ধরে জেলে বন্দি ছিলেন। বিজেপি সরকার কিন্তু এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে। কারণ বোধহয়, এই অভিযুক্তরা মুসলিম ধর্মাবলম্বী ! বিস্ফোরণ, হত্যা, নাশকতা— ঘটনা একই রকম হলেও সরকারের পদক্ষেপ স্পষ্টতই দুই ক্ষেত্রে দুই রকম। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য হাইকোর্টের রায়ে আংশিক স্থগিতাদেশ দিলেও অভিযুক্তদের জেলে ফিরতে বলেনি।

মালেগাঁও মামলার বিচারক যতই সন্ত্রাসবাদের সাথে কোনও ধর্মকে জড়াতে অস্বীকার করুন না কেন, বিজেপির না জড়িয়ে উপায় নেই। কারণটা পহেলগাঁওয়ের ঘটনার সময় বেশ স্পষ্ট করে বোঝা গেছে— সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় পর্যটকদের নিহত হওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনায় যখন সারা দেশের হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ তীব্র ধিক্কারে ফেটে পড়েছেন, কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ এই হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন— সেই সময়েও সাম্প্রদায়িক জিগির তুলেছে বিজেপি। বোঝা যায় বিজেপির কাছে সন্ত্রাসবাদটা সমস্যা নয়, তাদের মাথাব্যথা তাকে ধর্মীয় বিভেদ আর সাম্প্রদায়িক লাইনে কাজে লাগানো নিয়ে। না হলে মালেগাঁও, হায়দরাবাদ, সমঝোতা এক্সপ্রেসে নিরীহ মানুষকে যারা হত্যা করল, তাদের শাস্তি আটকাতে তারা এত তৎপর হত না। এত মানুষের মৃত্যুতে কেউ শাস্তি না পাওয়ার ঘটনায় উল্লাস করতে অন্তত একটু লজ্জা তাদের থাকত ! তবে আদালতে তারা যতই ‘বেনিফিট অফ ডাউট’ পাক না কেন, দেশের মানুষের সন্দেহ থেকে তারা কোনও দিন মুক্ত হবে না।

ক্লাবকে ১ লাখ ১০ হাজার মিড ডে মিলে ৬.৭৮ টাকা

এ বছর পুজোয় ক্লাবগুলির জন্য সরকারি বরাদ্দ ৮৫ হাজার থেকে এক লাফে বেড়ে হল ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। ৩১ জুলাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পুজো কমিটিগুলির সাথে এক মিটিংয়ে রাজ্যের ৪৫ হাজারের বেশি কমিটির জন্য এই অনুদান ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এর জন্য কোষাগার থেকে ৪৯৫ কোটি টাকা খরচ হবে, যা গত বছরের থেকে ২০০ কোটি টাকারও বেশি। এ ছাড়া বিদ্যুতে ৮০ শতাংশ ছাড়, অগ্নি সুরক্ষা সহ নানা ক্ষেত্রে ছাড় ঘোষিত হয়েছে।

তিনি ওই দিন নিলাম হাঁকার মতো বলেছেন, ‘কত বাড়াব— ৯০ হাজার, ৯৫ হাজার, না এক লাখ ! তা হলে ১ লাখ ১০ হাজার করে দিলাম।’ যেন তিনি নিজের টাকা ক্লাবগুলিকে দিচ্ছেন ! আসলে জনগণের বহু কষ্টে অর্জিত টাকার একটা অংশ, যা ট্যাক্স হিসাবে কেটে নেওয়া হয় নানা ভাবে, তা থেকেই সরকারি কোষাগার, সেখান থেকেই টাকা দিচ্ছে সরকার। পুজোর জন্য সরকারি টাকা দেওয়া হবে কেন এটাই মূল প্রশ্ন। সেটা উহ্য রেখে মুখ্যমন্ত্রী জনগণের টাকায় দানবীর সাজছেন !

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘পুজোতে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়।’ পাড়ায় পাড়ায় পুজো, তাকে কেন্দ্র করে উৎসবে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ মেতে ওঠেন। এই উপলক্ষে ছোটখাটো ব্যবসা করে বেশ কিছু মানুষ কিছু রোজগারও করেন। কিন্তু তার সাথে ক্লাবে টাকা বাড়ানোর সম্পর্ক কী ? টাকা বাড়ালে এদের ব্যবসার কলেবর কি বাড়বে, না পুজোর উদ্যোক্তা ক্লাবগুলি তাদের সাহায্যের জন্য আলাদা কোনও ব্যবস্থা করবে ? তার ব্যাখ্যা অবশ্য দেননি তৃণমূল নেত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের আর এক নেতা বলেছেন, পুজোর উপকরণ সহ সব জিনিসের দাম বেড়েছে, ফলে অনুদানবৃদ্ধি অসঙ্গত নয়। এই যুক্তিরও কোনও সারবত্তা নেই। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় যাওয়ার আগেও মূল্যবৃদ্ধি হত, তখনও ক্লাবগুলি জনগণের চাঁদায় পুজোর আয়োজন করত। সরকারি বরাদ্দের প্রয়োজন হয়নি। কেউ আশাও করত না যে, সরকার পুজোর জন্য টাকা দেবে। আর তা ছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে সত্যিই মাথাব্যথা থাকলে শিশুপুষ্টির জন্য মিড ডে মিলের বরাদ্দ বৃদ্ধিতে এত কার্পণ্য কেন সরকারের ? মিড ডে মিলের জিনিস যে বাজারদরে কেনা হয়, পুজো-উপকরণও তো সেই একই দরে কেনা হয়। তা হলে মিড ডে মিলে নামমাত্র বরাদ্দ প্রাথমিকে ছাত্রপিছু ৬ টাকা ৭৮ পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ১০ টাকা ১৭ পয়সা তারা করতে পারলেন কী করে ?

ক্লাবগুলির জন্য বরাদ্দ বাড়ছে হাজার হাজার-লক্ষ টাকায়, আর মিড ডে মিলে ‘ভিক্ষার দান’ সামান্য পয়সায়। নামমাত্র ভাতার বিনিময়ে যে মিড ডে মিল কর্মীরা নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শিশুদের পুষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করেন, তারা ভাতা বাড়ানোর দাবি করলে সরকার তখন বধির হয়ে যায়। বঞ্চিত আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বিপদকে তুচ্ছ করে নারী-শিশুদের পুষ্টি ও চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েও, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি সহ নানা দাবিতে আন্দোলন করলে পুলিশ দিয়ে তার মোকাবিলা করে তৃণমূল সরকার। সরকার টাকার অজুহাত দিয়ে বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ না করায় শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী এবং পরিকাঠামোর অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা বিপন্ন, শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে।

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সাধারণ মানুষের প্রায় নাগালের বাইরে। ফাইলের ভিড়ে সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা পান না বহু মানুষ। রাজ্যে ট্রমা কেয়ার সেন্টার কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। জীবনদায়ী ওষুধ নেই। কেমোথেরাপি, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ, স্ট্রোকের ইঞ্জেকশন, জলাতঙ্কের

ছয়ের পাতায় দেখুন

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ওড়িশায় মহিলা ও ছাত্র বিক্ষোভ

এআইএমএসএস-এর বিক্ষোভ ঃ একের পর এক ধর্ষণ, খুন, যৌন নির্যাতন, মানসিক অত্যাচারের ঘটনায় ওড়িশা জুড়ে প্রবল ক্ষোভ এবং আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বালাসোরের ফকিরমোহন কলেজের এক ছাত্রী কলেজের শিক্ষকের দ্বারা দিনের পর দিন নির্যাতিত হয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যেই নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরেই পুরীর বালাঙ্গায় দিনের আলোয় একটি পনেরো বছরের মেয়ের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপরাধীরা ধরা পড়েনি। এক মাসের মধ্যে ঘটে গেছে নারী নির্যাতনের আরও ঘটনা।

এর প্রতিবাদে ২৩ জুলাই অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের (এআইএমএসএস) সদস্যরা মিছিল করে ভুবনেশ্বরে রাজ্যের প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে বিক্ষোভ জানান (উপরের ছবি)। দাবি ওঠে, অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সর্বত্র নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, মদ-গাঁজা-ড্রাগ-ইন্টারনেটের অশ্লীল ছবি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। সাম্প্রতিক ঘটনার তদন্তের রিপোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ্যে আনার দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা ছবি মহান্তি সমবেত মহিলাদের উদ্দেশে সমাজে নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য তীব্র লড়াই-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। রাজ্য সম্পাদিকা সরোজিনী নায়কের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

এআইডিএসও-র সমাবেশ ঃ ছাত্রী নিরাপত্তা সহ শিক্ষার নানা দাবিতে এআইডিএসও-র আহ্বানে ভুবনেশ্বরের রাজমহল স্কোয়ার থেকে এক সুসজ্জিত মিছিল (নিচের ছবি) ২৩ জুলাই শহর পরিক্রমা করে দাবি জানায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে ছাত্রী ও নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, নারী ও ছাত্রী নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

সম্প্রতি ফকিরমোহন অটোনমাস কলেজের নির্যাতিতা ছাত্রীর দুঃখজনক মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপরাধী এবং অপরাধকে ধামাচাপা দিতে চাওয়া আধিকারিকদের কঠোর শাস্তির দাবি জানায় এই মিছিল। এর পাশাপাশি বন্ধ হয়ে যাওয়া সমস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনরায় চালু, সরকারি স্কুলে শিক্ষক পদ বিলোপের ষড়যন্ত্র বাতিল করে সমস্ত শূন্য পদে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, অবিলম্বে ছাত্রসংসদ নির্বাচন করতে হবে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড সিদ্ধার্থ রথ। বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পক্ষে কমরেড সমর মাহাতো, রাজ্য সভাপতি কমরেড সোমনাথ বেহেরা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

ধর্ষক সাংসদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড গণআন্দোলনের জয় ঃ এসইউসিআই(সি)

প্রাক্তন সাংসদ প্রোজ্জ্বল রেভান্নার বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক ধর্ষণের অভিযোগের একটিতে আদালত যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছে, এক বিবৃতিতে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সম্পাদক কে উমা তাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রোজ্জ্বলের জঘন্য, বিকৃত যৌন অপরাধের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে মহিলা এবং সচেতন নাগরিকদের বিক্ষোভ-আন্দোলনের প্রভাবেই বিশেষ তদন্তকারী দল গঠিত হয়েছে এবং তার ধারাবাহিকতাতেই এই রায়। যাঁরা এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, সেই সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এসইউসিআই(সি) অভিনন্দন জানাচ্ছে।

তিনি বলেন, আরও যে মহিলারা প্রোজ্জ্বলের যৌন বিকৃতির শিকার, তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরাও সাহসের সাথে এগিয়ে এসে অভিযোগ জানান, অপরাধীকে কাঠগড়ায় তুলুন। প্রোজ্জ্বল তার পারিবারিক প্রভাবকে ব্যবহার করে কারাবাসের মেয়াদ কমিয়ে নেবে বা উচ্চতর আদালতে আবেদন করে জামিন পাওয়ার চেষ্টা করবে, সেই আশঙ্কা থাকছেই। আমরা জনসাধারণকে এ বিষয়ে সতর্ক নজর রাখার আবেদন জানাচ্ছি। তিনি বলেন, তদন্তকারী দল এবং রাজ্য সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে প্রোজ্জ্বলের বিরুদ্ধে আদালতের এই দণ্ডাদেশ সঠিকভাবে কার্যকর করা হয় এবং সমাজে এই বার্তা যায় যে, যত প্রভাবশালীই হোক, সভ্য সমাজে এই ধরনের সমাজবিরোধী, বিকৃত লোকেদের স্থান নেই।

ত্রিপুরায় ৫২২টি স্কুল বন্ধ হয়েছে, আরও ৯৬৫টি বন্ধের মুখে

ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা গভীর সঙ্কটে। স্কুলগুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। কোনও কোনও স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষক। পঠনপাঠনের কাজ ছাড়াও শিক্ষকদের দিয়ে অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ করানো হচ্ছে। এতদিন রাজ্যের বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ছিল বাংলা মাধ্যমে এবং ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীনে।

জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করার পর সরকার হঠাৎ ১২৫টি স্কুলকে 'বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প'-এর আওতায় এনে পঠনপাঠন ইংরেজি মাধ্যমে পরিবর্তিত করে এবং সিবিএসই বোর্ডের আওতায় নিয়ে যায়। অথচ স্কুলগুলিতে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর মতো উপযুক্ত শিক্ষকও নেই। সাথে সাথে উন্নয়ন ফি এবং অন্যান্য ফি বাবদ ছাত্রদের কাছ থেকে প্রতি বছর মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করছে। হঠাৎ ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে গিয়ে গত কয়েক বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার অত্যন্ত কমে যায়। এই অবস্থায় গরিব ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে, অন্য স্কুলে ভর্তিও হতে পারছে না। ফলে অনেক ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এ বছর ত্রিপুরার বিজেপি সরকার আরও ২৫টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছে। ৫২২টি সরকারি স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে এবং ৯৬৫টি স্কুল বন্ধ করার পরিকল্পনা চলছে। এই অবস্থায় সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বাঁচাতে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার কাছে দাবি জানিয়েছে, অবিলম্বে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল করতে হবে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, কোনও অজুহাতেই সরকারি স্কুল বন্ধ করা চলবে না, সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে।

ঝাড়খণ্ডে ছাত্র আন্দোলনের জয়

ঝাড়খণ্ড সরকারের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ গত জুন মাসে এক সার্কুলারে বলে, ইন্টারমিডিয়েট পড়াশোনাকে অধিভুক্ত কলেজগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে হবে এবং এর জন্য বর্তমান শিক্ষাবর্ষের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কলেজ থেকে ৫ কিলোমিটারের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে স্থানান্তর করা হবে।

এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে এআইডিএসও ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কোলহানের প্রতিটি জেলা ডেপুটি কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরে, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'ইন্টারমিডিয়েট বাঁচাও সংগ্রাম সমিতি' গঠন করা হয়। ১৫ জুন পশ্চিম সিংভূমের চাইবাসা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে শত শত শিক্ষার্থী বিক্ষোভ দেখায়।

২৪ জুন পূর্ব সিংভূম জেলার প্রশাসনিক কার্যালয়, জামশেদপুরে বিশাল ছাত্র বিক্ষোভ হয়। জেলা শিক্ষা বিভাগ কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না জানালে, ৮ জুলাই জামশেদপুরে শত শত শিক্ষার্থী মানববন্ধন করে। ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী রামদাস সোরেনকে জামশেদপুরের মাইকেল জন অডিটোরিয়াম, বিস্তুপুরে ঘেরাও করা হয়। কমিটি ১৫ জুলাই রাজ্যস্তরের বিক্ষোভের মাধ্যমে রাজভবন ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রস্তুতিতে প্রতিটি কলেজে সংগ্রাম সমিতি গঠন করা হয়। ঝাড়খণ্ডরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ, পালামু, কোডারমা, গিরিডি জেলা সদর দপ্তর ঘেরাও করে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের ক্রমাগত আন্দোলনের চাপে, ১২ জুলাই, রাজ্যপাল ঘোষণা করেন দ্বাদশ শ্রেণি শুধুমাত্র অধিভুক্ত কলেজগুলিতে পরিচালনার অনুমতি দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সকল সাধারণ মানুষের লাগাতার সংগ্রামের ফলেই এই আন্দোলনে বিজয় অর্জিত হয়েছে।

শুধু সরকার পাল্টে নির্মম পুঁজিবাদী শোষণ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না

একের পাতার পর

মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে এ কোনও ভোটসর্বস্ব দলের সমাবেশ নয়। গভীর আবেগ ও শৃঙ্খলায় অন্য যে কোনও সমাবেশের থেকে পৃথক করা যায় এই সমাবেশকে। টানা প্রবল বর্ষণ, জেলায় জেলায় বন্যা পরিস্থিতি, চাষের ক্ষতি, স্কুলের পরীক্ষা— সব প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে এই ছুটে আসা আসলে একটা আদর্শের টানেই। প্রায় ৩০ হাজারের বেশি মানুষ এসেছিলেন সারা রাজ্য থেকে। বিগত একমাস ধরে পাড়ায়, মহল্লায়, কারখানায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিল তিল করে সমাবেশে আসার প্রস্তুতি নিয়েছেন তাঁরা। প্রকৃতির বাধা, দরিদ্র পরিবারের হাজারো সমস্যা ঠেলে দৃঢ় পণে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সমাবেশে যেতেই হবে। কেউ বেরিয়েছেন আগের দিন ভোরে, কেউ বা রাত থাকতে চড়েছেন নৌকায়, বাসে, ট্রেনে। রাত্রী জাগরণ, প্যাচপেচে গরমে শরীরের ক্লান্তি যতই থাকুক সামান্য কিছু মুখে দিয়েই তাঁরা তৈরি— তাঁদের যে বুঝে নিতে হবে গণআন্দোলনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী নেতা কমরেড প্রভাস ঘোষের প্রতিটি কথাকে।

● *কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম*

সমাবেশের শুরুতে এ যুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী দার্শনিক, এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন নেতৃবৃন্দ। ৫০টি রক্ত পতাকা নিয়ে গার্ড অব অনারের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানাল কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী ‘কমসোমল’। সভাপতি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, আজকের দিনটি একদিকে যেমন গভীর বেদনার, তেমনই কমরেড শিবদাস ঘোষের আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কে কতখানি সংগ্রাম করছি— সেই আত্মসমীক্ষারও।

কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁর ভাষণের শুরুতেই স্মরণ করেন ভারতের বুকে একটি যথার্থ মার্ক্সবাদী দল গড়ে তুলতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের অনন্য সংগ্রামের কথা। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে এ দেশের মাটিতে বিশেষীকৃত করার কাজে তিনি বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহান নেতাদের ছাত্র হিসাবে তাঁদের থেকে শিখেছেন, কিন্তু তাঁদের নকল করেননি। মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, কোনও সংবাদ মাধ্যম, প্রচার মাধ্যম কমরেড শিবদাস ঘোষের কথাকে নিয়ে যায়নি। সত্যের অমোঘ শক্তির বলেই তাঁর চিন্তা আজ সারা দেশে ছড়িয়েছে। যে কারণে আজ সারা ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই এই মহান নেতার স্মরণে সমাবেশ হচ্ছে। তিনি স্মরণ করেন, কী ভাবে এই দলের নেতা-কর্মীরা মৃত্যুর মুহূর্তেও শিবদাস ঘোষের আদর্শকে বুকে বহন করে চলেন।

● *গোসাবা থেকে সমাবেশের পথে*

তিনি বলেন, মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মের প্রকৃত ভূমিকাকে তুলে ধরেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান, একদিন ধর্ম প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করলেও তা আজ সমাজ প্রগতির পথে অন্তরায়। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আজ রাজনৈতিক নেতারাই এক একজন ধর্ম প্রচারক সাজছেন। বিজেপির প্রধানমন্ত্রী রামমন্দির করছেন, যত্রতত্র মন্দির করে বেড়াচ্ছেন, তার সাথে পাল্লা দিয়ে তৃণমূল নেত্রী সরকারি তহবিলের কোটি কোটি টাকা দিয়ে জগন্নাথ মন্দির বানিয়েছেন। এগুলো কোনওটাই ধর্মের মন্দির নয়, ভোটের মন্দির। তিনি বলেন, আজ বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, নারী নির্যাতন, খুন-ধর্ষণের বিরুদ্ধে কোনও মন্দির-মসজিদ-গির্জা আওয়াজ তোলে না। সরকারি দলগুলো মানুষকে ধর্মান্ধতা আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক মনোভাবে ডুবিয়ে রাখতে চায়। তার জন্য তৃণমূল দিচ্ছে পুজো অনুদান, বিজেপি কুম্ভমেলায় টাকা ঢালছে। বিজেপি জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে সারা দেশে যে অন্ধতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার প্রসার করতে চাইছে তা মানুষ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ রাজ্যে রাজ্যে সরকার যে অনুদান বিলানোর রাজনীতি করে চলেছে তার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এই কাজ করেছে। এখন সারা ভারতে যেন এর প্রতিযোগিতা চলছে। অথচ এই টাকায় বন্যা-খরা নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি ঘটালে, কলকারখানা খোলার কাজে লাগালে জনগণের অভাব মিটত। নারী-পুরুষ সকলেই মর্যাদার সাথে রোজগারের সুযোগ পেতেন। জনগণের করের টাকা উৎপাদনমূলক খাতে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান বাড়ানো, স্বাস্থ্য-শিক্ষা খাতে উন্নতি ইত্যাদির বদলে এ যেন অতীতের জমিদারদের কায়দায় সারা বছর প্রজা শোষণ করে একদিনের কাঙালীভোজন। তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদির বেসরকারিকরণের তীব্র বিরোধিতা করেন।

শোষণহীন সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আজ সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকলে এই ভাবে গাজায় গণহত্যা চলতে পারত না। দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মানুষের জীবনকে ধ্বংস করতে পারত না। তিনি দেখান, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আলোকে ব্যক্তির মুক্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য এই যুগে কী, তা তুলে ধরেছিলেন। কমরেড প্রভাস ঘোষ আজকের ভারতের ভয়াবহ আর্থিক বৈষম্য তুলে ধরে বলেন, একবার এই দল, আর একবার ওই দলকে ভোট দিয়ে সরকার বদলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্মম শোষণের হাত থেকে বাঁচা যাবে না। ভোট এখন প্রহসন। ভোট মানুষ নিজের পছন্দে দেয় না, তাদের পছন্দ তৈরি করে দেয় বৃহৎ পুঁজির মালিকরা। সংবাদমাধ্যম, সমাজমাধ্যম পুঁজিপতিরাই নিয়ন্ত্রণ করে।

● *কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিট ব্যুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু*

তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ উন্নত নৈতিকতা, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি গড়ে তোলার ওপর খুবই জোর দিয়েছিলেন। কমরেড ঘোষ বলতেন, বিপ্লবী আদর্শের প্রাণ, উন্নত সংস্কৃতির মান। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে এই উন্নত সংস্কৃতির চর্চা, বিশ্বের মনীষীদের চিন্তা থেকে নির্যাস গ্রহণের সংগ্রাম এ জন্যই এত জীবন্ত।

কমরেড প্রভাস ঘোষ জনগণের কাছে আহ্বান জানান, রাজনীতি বুঝুন। এই পুঁজিবাদী সমাজের রক্ষক দলগুলোর নেতারা চায় মানুষ অন্ধ হয়ে থাকুক। দেশের সরকার, তার মন্ত্রিসভা—এরা হল শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার। তাই আমরা চাই মানুষ সঠিক রাজনীতি বুঝে নিক, না হলে তাদের বারবার ঠকতে হবে। এর পরিবর্তে জনগণের কমিটি গড়ে তুলুন, আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে সক্রিয় ভূমিকা নিন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আমাদের রাজনীতির আসল ‘পাওয়ার’ হল নৈতিক বল। সত্যের বল। আমরা এমএলএ এমপি-র শক্তিতে নয়, সত্যের শক্তির জোরে এগোচ্ছি। এই দলকে আপনাদের আরও বড় করতে হবে।

তিনি সকলের কাছে আবেদন করেন, শিশু কিশোরদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় খেলাধুলা, মনীষী চর্চা, উন্নত সংস্কৃতির চর্চা করুন। আজকের ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে এদের বাঁচাতে না পারলে সমাজটাকে রক্ষা করা যাবে না।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত হতে স্লোগানে গলা মেলান উপস্থিত সকলে। তাঁরা ফিরে যাবেন, নতুন উদ্যমে সংগ্রামের বার্তাকে রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দিতে।

জনস্বার্থে টাকা নেই, বিদেশ ভ্রমণে চার বছরে ২৯৫ কোটি খরচ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২১ থেকে ২০২৪, এই চার বছরে বিদেশ সফরে সরকারি কোষাগার থেকে ২৯৫ কোটি টাকা খরচ করেছেন। ২৫ জুলাই রাজ্যসভায় এ কথা জানান বিদেশ দফতরের প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিংহ।

রাজকোষের টাকা মানে জনগণের করের টাকা। এত কোটি টাকা খরচ করে বিদেশ সফর কেন? এতে কী-ই বা লাভ হয়েছে দেশবাসীর? প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে যাবেন না, এটা কেউ মনে করে না। দেশের প্রয়োজনে তিনি যেতেই পারেন। যেতে পারেন বৈদেশিক আমন্ত্রণেও। কিন্তু তা যে জনস্বার্থে, সেটা প্রমাণ হওয়া চাই তো! সে প্রমাণ কি পাওয়া গেছে?

এই প্রসঙ্গে আরেকটি রিপোর্ট। সম্প্রতি কেন্দ্রের জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাজভূষণ চৌধরী লোকসভায় বলেছেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। কারণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বাজেটে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ হয়নি। এর ফল কী? এর ফলে দুই মেদিনীপুর বন্যায় ভাসছে। এই প্ল্যানের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ থমকে আছে। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কি পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের দরকার ছিল না? অর্থসংকটের দোহাই দিয়ে শিক্ষা খাতে, চিকিৎসা খাতে বরাদ্দ নামমাত্র করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষা হয়ে উঠছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আর চিকিৎসার পিছনে খরচ করতে গিয়ে বহু পরিবার আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। সরকার এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়িয়ে জনগণকে খানিকটা স্বস্তি দিতে পারত। গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনায় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করে সারা বছর কাজ এবং বাঁচার মতো মজুরির ব্যবস্থা করতে পারত। সারে ভর্তুকি দিয়ে চাষির পাশে দাঁড়ানো অত্যন্ত জরুরি ছিল। কিন্তু অর্থসংকটের অজুহাতে জনকল্যাণমূলক নানা প্রকল্পে বরাদ্দ ব্যাপক কমানো হলেও প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের রাজকীয় আয়োজনে টাকার ঘাটতি নেই।

রিপোর্ট বলছে, ২০২৫ সালের এই সাত মাসেই ৬৭ কোটি টাকার বেশি খরচ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু ফ্রান্সেই খরচ করেছেন ২৫ কোটি, আমেরিকায় ১৭ কোটি, সৌদি আরবে ১৬ কোটি টাকা। গত চার বছরে ৩৮টি দেশ সফর সারা তাঁর। গত কয়েক দশকে ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী এত বিদেশ সফরে যাননি। কীর্তিবর্ধন সিংহ প্রধানমন্ত্রীর কীর্তি বর্ণনা করে জানান, শুধু গত বছরেই প্রধানমন্ত্রী ভ্রমণ করেছেন ১৬টি দেশ।

এত বিদেশ সফরে যাচ্ছেন কেন প্রধানমন্ত্রী? বিভিন্ন সফরের পরেই সংবাদমাধ্যমে দেখা যায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তি হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কার হয়ে বাণিজ্য চুক্তি করেন? আসলে এ দেশের পুঁজিপতি, শিল্পপতিদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রির জন্যই এইসব বাণিজ্য চুক্তি। অর্থাৎ জনগণের ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা খরচ করে, বিলাস ব্যসনের প্রাচুর্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বিদেশ ভ্রমণ করে ব্যবসায়ীদের মাল বিক্রির ব্যবস্থা করে দেন। এর মধ্য দিয়ে যে বিপুল মুনাফা অর্জন হয়, তা গিয়ে জমা হয় পুঁজিপতিদের ঘরে। এতে পুঁজিপতিদের পুঁজি আয়তনে আরও বাড়ে। কিন্তু এর জন্য বঞ্চনার বোঝা বইতে হয় দেশের মানুষকে। এর নাম কি জনস্বার্থে বিদেশ ভ্রমণ?

দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ এসএসসি দফতরে

প্রতিবন্ধী শিক্ষা সুরক্ষা মঞ্চ এবং ব্লাইন্ড পারসন্স অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ২ আগস্ট ছাত্রছাত্রীরা এসএসসি-র চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দেওয়ার উদ্দেশ্যে দপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সমবেত হন। তাঁদের দাবি, এসএসসি পরিচালিত আসন্ন দ্বিতীয় এসএলএসটি পরীক্ষায় দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত হয়রানি বন্ধ করতে হবে, স্পেশাল বিএড উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদেরও পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে এবং দৃষ্টিহীনদের জন্য উপযুক্ত বিষয়গুলিতে ২০১৬ সালের তুলনায় সংরক্ষিত আসনসংখ্যা কমানো চলবে না।

আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও চেয়ারম্যান বা অন্য কোনও আধিকারিক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করেননি। দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর স্থানীয় থানার ওসি আলোচনা করবার নাম করে পরীক্ষার্থীদের হাত ধরে টানতে টানতে অফিসের বাইরে বের করে দেন। পরীক্ষার্থীরা পুলিশের এই অভব্য আচরণের প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীরা তৎক্ষণাৎ উচ্চ ন্যায়ালয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

ক্লাবকে ১ লাখ ১০ হাজার

তিনের পাতার পর

প্রতিষেধক, হিমোফিলিয়ার ইঞ্জেকশনের মতো জরুরি ওষুধ নেই। সারা রাজ্যে মাত্র ২০০টি লড়ঝড়ে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স। কারণ সরকারের কোষাগার খালি! অথচ অনুদানে অর্থের ঘাটতি নেই। শুধু কি পুজো-ভাতা, তালিকায় রয়েছে ইমাম-ভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা।

আগে প্রায় সব পুজো কমিটি বা ক্লাবের সাংস্কৃতিক নানা কর্মকাণ্ড এলাকার মানুষকে আনন্দে ভরিয়ে তুলত। এখন মুষ্টিমেয় কিছু ক্লাবের প্রগতিশীল নানা ভূমিকা থাকলেও সামাজিক অবক্ষয়ের সাথে সাথে অনেক ক্লাবই অনুদানের আশায় শাসক দলের লেজুড়ে পরিণত। তোলাবাজি, কাটমানি আদায়, দুর্নীতি এবং যে কোনও অসামাজিক কাজেও এই সব ক্লাব সদস্যদের বোড়ে হিসাবে কাজে লাগায় নেতারা। নেতা-পুলিশের সাথে এদের একটা অশুভ চক্র গড়ে উঠেছে পাড়ায় পাড়ায়। এদের কথামতো না চললে শাসানি, জরিমানা আদায়, এলাকা থেকে বাস উঠিয়ে দেওয়া, দাদাগিরি অবাধে চলতে থাকে। এদের খুশি রাখতেই মোচ্ছব করার অনুদান যোগালেন মুখ্যমন্ত্রী!

তা হলে পুজো অনুদানের আসল অঙ্কটি কী? আসল হল ভোট। তার জন্য চাই ভোটলুটের একদল ভাড়াটে বাহিনী, যারা তৃণমূল নেতাদের নির্দেশ মতো কাজ করবে। সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। তাকে পাখির চোখ করে একদিকে বাঙালি অস্মিতার আবেগকে আশ্রয় করে, অন্য দিকে পুজো-অনুদান বাড়িয়ে বিশাল সংখ্যক যুবককে খাও-জিও-পিও-র কুরুচিকর সংস্কৃতিতে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদের তাঁবে রাখার কৌশল নিয়েছে সরকার। কারণ পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি আর অন্যায়ের পাঁকে ডুবতে ডুবতে শাসক দলের এখন 'ঠগ বাছতে গা উজাড়' অবস্থা।

তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ বাড়ছে। জনপ্রিয়তার হাওয়ায় ভোটবাক্স পূরণের দিন তাদের শেষ। সে জন্য যে কোনও ধরনের দুর্নীতি থেকে পার পেতে এবং ভোটে জিততে এই ভাড়াটে-বাহিনীই ভরসা, যারা নেতাদের নির্দেশ মতো নরমে-গরমে যে কোনও উপায়ে সরকারের পক্ষে ভোট করাবে। সেই লক্ষ্যেই পুজো-অনুদান বৃদ্ধি—পুজোর অর্থনীতি, ব্যবসা বৃদ্ধি নিছক অজুহাত মাত্র।

আসামে বিজেপি সরকারের নির্মম উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ

আসামের ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, গোলাঘাট জেলায় দীর্ঘ বছর ধরে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের নিষ্ঠুরভাবে উচ্ছেদে নেমেছে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। কোথাও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের অজুহাতে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কোথাও উচ্ছেদের গোপন উদ্দেশ্য আদানিদের জমি পাইয়ে দেওয়া। কোথাও অজুহাত সরকারি জমি দখলমুক্ত করা।

এই কাজে কোনও আইনের তোয়াক্কা করছে না চরম উদ্ধত এই সরকার। বুলডোজার নিয়ে এসে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে বাড়িঘর সব কিছু। উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলো কোথায় যাবে, কী খাবে, এই বর্ষায় কোথায় রাত কাটাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এর থেকেও উদ্বেগের বিষয়, উচ্ছেদের মুখে পড়া এই লোকগুলির গায়ে অনুপ্রবেশকারীর তকমা লাগিয়ে দেওয়া। বসবাসের সরকারি ডকুমেন্ট এবং জমির দলিল ইত্যাদিও গ্রাহ্য করা হচ্ছে না। ধুবড়ি জেলার চাপর বিলাসীপাড়া এলাকায় এ ভাবে হয়রান করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

গোয়ালপাড়া জেলার পৈকান এবং হাসিলাবিল এলাকায় বহু মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে জবরদখলকারী আখ্যা দিয়ে। অথচ এদের থেকে সরকার বহু বছর জমির খাজনা আদায় করেছে। উৎখাত হওয়া অসহায় মানুষগুলি ত্রিপল টাঙিয়ে অস্থায়ী আস্তানা বানিয়েছিলেন। ১৩ জুলাই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সেগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। ১৭ জুলাই সরকারি অফিসারেরা এলে গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়লে তাঁদের ক্ষোভের কথা শোনা দূরে থাক, পুলিশ গুলি চালায়, একজন গ্রামবাসী নিহত হন, আহত অনেক।

স্বেচ্ছাচারিতার এখানেই শেষ নয়। গোলাঘাট জেলার উরিয়ামঘাটে উচ্ছেদের নোটিস পাওয়ার পর সেখানাকার কিছু মানুষ তল্পিতল্পা সহ ফিরে যাচ্ছিলেন তাঁদের আদি বাসস্থান নগাঁও এবং বারিগাঁও জেলায়। তাঁদের পথ আটকায় 'লাচিত সেনা' নামে সরকারি দলের মদতপুষ্ট এক বাহিনী। কালিয়াবর, সামাগুড়ি এবং হোজাইয়ে চেকপয়েন্ট বানিয়ে অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে তাঁদের আটকানো হয় এবং প্রমাণ দাখিল করতে বলা হয়। হয়রানির শেষ এখানেই নয়, তাঁরা যে ভ্যানে বা ট্রাকে ফিরছিলেন সেখানেই তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাদ্য-পানীয় ছাড়াই আটকে রাখা হয়।

এই বর্বরতা দেখে আসামের বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, এই মানুষগুলি কোথায় যাবেন? তাঁরা দাবি তুলেছেন, অতি দ্রুত তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে। লাচিত সেনা যে ভাবে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, সরকারকে তা বন্ধ করতে হবে।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ হীরেন গোঁহাই, প্রাক্তন ডিজিপি হরেকৃষ্ণ ডেকা, রাজ্য সভার সাংসদ অজিত কুমার ভুঁইয়া সহ ৫০ জন সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-পরিবেশবিদ-সাংবাদিক-মানবাধিকার কর্মী প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করে দাবি করেছেন, উচ্ছেদের সময় আইনি প্রক্রিয়া কঠোর ভাবে মানতে হবে। আগাম নোটিস দেওয়া, উচ্ছেদ পর্বে খাদ্য-পানীয় এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে তাদের মানবাধিকার রক্ষা এবং আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাক্ষরকারী বুদ্ধিজীবীরা ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ পত্রে বলেছেন, ৫০ বছর আগে ধুমকুরা এলাকা ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছিল। এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষরা ব্রিটিশ আমলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিলেন। নদী-ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়ে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন কার্বি আংলং, ঘোলাঘাট, শিবসাগর সহ বিভিন্ন জেলায়। উরিয়ামঘাট থেকে যাঁদের উচ্ছেদ করা হল, তাঁরা ছিলেন এই এলাকার বাসিন্দা। কোথায় পাবেন তাঁরা পূর্বপুরুষের বাসস্থানের প্রমাণপত্র! তাঁদের পূর্বপুরুষের গ্রাম তলিয়ে গেছে নদীগর্ভে। তাঁদের কাছে সেই কাগজ চাওয়া তো চরম অন্যায়।

এই রকম অন্যায়, জুলুমবাজি রাজ্যে রাজ্যে চালাচ্ছে বিজেপি। যার সাম্প্রতিক নজির রাজ্যে রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা, ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে অমানবিক নির্যাতন এবং বাংলাদেশে পুশব্যাক। এটা চলতে দেওয়া যায়?

স্কুলে সামরিক শিক্ষা ও সাতটি শিশুর গল্প

১৯৬৫-র 'সাউন্ড অব মিউজিক' সিনেমাটি হিটলারের প্রশ্নহীন আনুগত্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিল। অজানা নয় যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনা, মানবিক মূল্যবোধগুলোকে দাবিয়ে রেখে কেবল ভয়ের পরিবেশ, কেবল অন্ধ হুকুম তামিল করা—যে সংস্কৃতির নাম ফ্যাসিবাদ, সিনেমাটি ছিল এই সংস্কৃতির বিপরীতে মনের গতি, বিশেষত শিশু মন নিয়ে অনন্য একটি শিক্ষণীয় প্রচেষ্টা।

সিনেমার গল্পটা হল, জার্মানির অধীনস্থ অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়ার প্রাক্তন নৌবাহিনীর অফিসার ক্যাপ্টেন ভন। তাঁর সাতটি সন্তান। স্ত্রী বিয়োগের পর কঠোর সামরিক নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে তিনি তাঁদের মানুষ করার চেষ্টা করছেন। তিনি এটাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে এটাই প্রয়োজন। হুইসল বাজার সাথে সাথেই তারা যে যেখানে, যে অবস্থায় থাকুক না কেন, যেন অ্যাটেনশন পজিশন নিয়ে তৎক্ষণাৎ হাজির হয়। ড্রিল, মার্চ, এক-দো-তিন-একের ছন্দে তাদের দিন শুরু হয়। সময় মতো খাওয়া, সময় মতো বিছানায় যাওয়া, ঘুম থেকে ওঠা, মেপে কথা বলা, মেপে পা ফেলা, সবকিছুই রুটিন মাফিক। কিন্তু মুশকিল হল, এইসব করেও দুদিনের বেশি কোনও গভর্নেসই এদের দেখভালের জন্য এই বাড়িতে টেকে না। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাঝে, কী করে অপরকে জব্দ, হয়রানি করে আনন্দ পেতে হয় তা তারা বিলকুল আয়ত্ত করে ফেলেছে। শিশুর স্বাভাবিক চাহিদা অবদমিত হলে, কী বিচিত্র পথে তার গমন হয়, তা বোধকরি কোনও সহজ সমীকরণে আজও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। কারণ সে মানব শিশু।

অন্যদিকে তরুণী সন্ন্যাসিনী মারিয়া। সন্ন্যাসিনীদের মাঝে রুটিন মাফিক প্রার্থনায় বসা, মাপ মতো পোশাকে নিজেকে গুটিয়ে রাখা, সংযমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে ওঠা তার দ্বারা যেন অসম্ভব। প্রাণ চঞ্চল মারিয়া মাঠের জীবনেও ছিল টাটকা বাতাস। তাকেই পাঠানো হল ক্যাপ্টেন ভনের সাত শিশুর ভার নিতে।

কিছুটা সংশয়, কিছুটা দ্বিধা অতিক্রম করে মনে পূর্ণ ভরসা সঞ্চয় করে মারিয়া ওই জেলখানার মতো লোহার তোরণ পেরিয়ে প্রাসাদোপম ক্যাপ্টেন ভনের এক্তিয়ারে প্রবেশ করে। ক্যাপ্টেন ভনের ব্যক্তিত্বপূর্ণ চোখে সাহসী চোখ রেখে মারিয়া বিনয়ের সাথে জানায়, হুইসল দিয়ে শিশুদের ডাকতে নেই। তারা কুকুর, বেড়াল বা অন্য প্রাণীদের মতো নয়। তারা মানবশিশু। তাদের আত্মমর্যাদা আছে। এই তার ভয়কে জয় করা শুরু। যে শিশুরা মারিয়াকে প্রথমে হয়রানি করেছে, তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, মানবমনের মর্যাদার কাছে নত হয়ে নির্মল ভালবাসায় তাদের ধীরে ধীরে জয় করেছে মারিয়া। এই পথেই পাথর চাপা চোরা স্রোতের পরিবর্তে স্বাভাবিক জীবন পায় শিশুরা। তারা ড্রিল, পিটির পরিবর্তে মাঠে বল নিয়ে খেলা করে। উন্মুক্ত প্রান্তরে খেলতে খেলতে গানের সা রে গা মা পাঠ লাভ করে। সুরের জগতে প্রবেশ করতে হলে যে বিজ্ঞান লাগে, যে ব্যাকরণ লাগে তা তারা অনায়াসেই আনন্দের সাথে শিখে ফেলে। নৌকা বাইতে বাইতে টাল সামলাতে না পারলেও জলের তরঙ্গের দোলা তারা অনুভব করতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশেও শিখে নেয় জীবনের বিজ্ঞানসম্মত কঠিন পাঠ। যৌবনের উচ্ছল আবেগ দ্বারা জীবনকে অমূলক ছড়িয়ে না ফেলে, সঠিক খাতে বইয়ে দেওয়ার মতো শক্তি অর্জন করে। তারা হয়ে ওঠে স্বতঃপ্রণোদিত দায়িত্বশীল সম্ভাবনাময়, ভালোবাসা ও মানবিক গুণাবলিতে পূর্ণ এক একজন ব্যক্তিত্ব। ক্যাপ্টেন ভনের কথাও এখানে না বললে নয়। মারিয়ার এই উচ্ছল প্রকৃতির কাছে ক্যাপ্টেন ভনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার শৃঙ্খলগুলো নিজের অজান্তে কখন খসে খসে খুলে পড়ে। খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে মমত্বময় ও সত্যিকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক পুরুষ, যে প্রেমে পড়ে মারিয়ার। হিটলারের কঠোর, কঠিন এই জীবনকে দুঃসাহসে অতিক্রম করার সাহস সঞ্চয় করে। অবশেষে ক্যাপ্টেন ভনকে দেখা যায় বাড়ির মাথায় লাগানো জার্মানির পতাকাকে খুলে দলা পাকিয়ে অবজ্ঞায় ফেলে দিয়ে এক দুঃসাহসিক অভিযানে সামিল হতে। স্ত্রী, সন্তানের মুক্ত জীবনের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে তারা। হোক কঠিন পথ, হোক চড়াই উতরাই আর জীবনের চরম অনিশ্চয়তা। তাদের জীবন পূর্ণ হয়ে আছে প্রেম, ভালবাসা আর জীবনকে জয় করবার প্রত্যয়ে। জীবন তাদের সঙ্গীতের সুরের মতো বয়ে চলে। সাউন্ড অব মিউজিক।

এতক্ষণ মারিয়া, ক্যাপ্টেন ভন আর সাতটি শিশুর যে গল্প বর্ণিত হল, খুঁজে দেখা যাক আজকের সময়েও তা কতটা প্রাসঙ্গিক। অতি সম্প্রতি মহারাষ্ট্র সরকার প্রাথমিক স্কুলে শিশুদের দেশপ্রেম জাগানোর দোহাই দিয়ে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আড়াই লক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হবে শিশুদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। এদের মধ্যে থাকবেন প্রাক্তন সেনা কর্মীরা। শিশুদের শেখানো হবে কল্পিত শত্রুকে কী ভাবে ঘায়েল করতে হয়, কী ভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়। কড়া নিয়ম, অনুশাসনের ঘেরাটোপে শিশুমন শিখে নেবে শৃঙ্খলা, সর্বোপরি দেশপ্রেম। অজানা শত্রু যেমন অজানা ভয় তৈরি করে, জীবনের প্রতি অনাস্থা, অবিশ্বাস তৈরি করে, তেমনি এর বিপরীতে, শত্রুকে বিনাশ করছি এই মনোভাবের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় ছদ্ম বীরত্ববোধ। সে প্রকৃতিকে চিনল না, সমাজকে জানল না, সামাজিক পরিবেশের কোথায় তার অবস্থান জানল না, দেশ কী জানল না, দেশের ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দোলনে বীর বিপ্লবীদের গৌরবগাথা জানল না, সমাজ-সভ্যতা দেশের প্রত্যেকটি ইট গাঁথা হয়েছে যে শ্রম আর মূল্যের বিনিময়ে তার কিছুই জানল না, অথচ প্রতিদিন শেখানো হবে দেশ বিপন্ন, তাই যুদ্ধ, তাই প্রশিক্ষণ। অথচ তারা জানবে না দেশের মানুষের দুর্দশার প্রকৃত কারণ কী? কেন কোটি কোটি ছাত্রছাত্রী স্কুল ছেড়ে কাজের বাজারে নাম লেখায় তাদের কৈশোরেই। তারা যাতে এর কারণ না খোঁজে সে জন্য মনটাকেই মেরে দিতে। বিজ্ঞানভিত্তিক সিলেবাসের পরিবর্তে পুরনো ধ্যানধারণা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, যা অন্ধ কুসংস্কারের জন্ম দেবে তা সুকৌশলে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতির নামে, শিক্ষাকে আরও বৃত্তিমুখী করার কথা বলতে বলতে মৌলিক বিষয়ের গভীরে পড়াশুনা করার সুযোগ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। যার পরিণামে মেশিন চালানো, সুইচ টেপা প্রভৃতি যান্ত্রিক কাজের পেশাদার কিন্তু চিন্তা শক্তিহীন, যুক্তিহীন, মানবিক মূল্যবোধহীন একদল রোবটের মতো মানুষ তৈরি হবে।

আমেরিকার এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি দেখে বহু আগে আইনস্টাইন বলেছিলেন, এই পদ্ধতি আসলে পূর্ণ বিকশিত মানুষের পরিবর্তে 'ট্রেন্ড ডগ' অর্থাৎ 'সুশিক্ষিত কুকুর' তৈরি করছে। যারা কেবল হুকুম তামিল করবে। কোনও প্রশ্ন করবে না। ভালো-মন্দ বিচার করবে না। তাদের কাছে দেশপ্রেমের মানে দাঁড়াবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যেমন করে হিটলার উগ্র অন্ধতায় ইহুদি নিধন শুরু করেছিল, এরা মেতে উঠবে মুসলিম নিধনে। অন্ধভাবে খেপে উঠবে 'পাকিস্তান' নামক দেশের বিরুদ্ধে। চাকরি নেই কেন? বিভাজনের রাজনীতি কারা করে, কী জন্য করে? যুদ্ধ কেন হয়, কারা যুদ্ধ বাধায়? এ সব প্রশ্ন মনের মাঝে উঁকি যাতে না দেয় তার শেষ বন্দোবস্ত বোধহয় শিক্ষায় সামরিক প্রশিক্ষণের এই নিদান। সামাজিক এই সমস্ত বাধা পেরিয়ে চুঁইয়ে পড়া শিক্ষার যতটুকু তলানি এসে ঠেকছিল প্রান্তিক শিশুদের কাছে, তার ভিত্তিতে যতটুকু বিকাশের সম্ভাবনা আজও টিকে ছিল, মাঠের সামরিক শৃঙ্খলা, কঠোর অনুশাসনে ঘেরা প্রশিক্ষণে তার সম্ভাবনা শুধু মুছে যাবে নয়, একদল ট্রেন্ড রোবট তৈরি হবে। দেশের শাসকেরা তাই চায়। ২০২১ সালে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাই বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে একশোটি নতুন সৈনিক স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। এই স্কুলগুলির পরিচালনার ভার পাবে বিজেপির নেতা বা সংঘ ঘনিষ্ঠরা। বুঝতে অসুবিধা হয় না, শিক্ষার কফিনে শেষ পেরেক পুঁততে এই নয়া কৌশল। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরাও ফুলে, সাবিত্রী বাই ফুলে, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সত্যেন বোস প্রমুখ মনীষীদের শিক্ষাচিন্তার বিপরীতে এই শিক্ষা নীতি, শিক্ষা কৌশল। জীবনের আনন্দ, জীবনের মূল সুরটি হারিয়ে শিশুরা, সর্বোপরি দেশ আজ প্রকৃতই বিপন্ন দেশ মানে তো কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, দেশ মানে এ দেশের ভূ-প্রকৃতি, জল-মাটি-বাতাস, পাহাড়-জঙ্গল-নদী। দেশের লুঠেরাদের হাত থেকে এ সবেরও রেহাই নেই। দেশ মানে দেশের আপামর মানুষ। সর্বোপরি মানুষের মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার।

বকেয়া বেতনের দাবিতে ব্যাঙ্কের চুক্তি-শ্রমিকদের বিক্ষোভ

চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কেয়ারটেকার কর্মীরা জুন মাসের বেতন এখনও পাননি। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার তথা ভেন্ডারকে বারবার জানিয়েও কাজ না হওয়ায় ২৯ জুলাই কলকাতায় এসবিআই-এর হেড অফিসের সামনে বিশাল বিক্ষোভ হয়। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যান্য ব্যাঙ্কের কন্ট্র্যাক্ট কর্মীরাও অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক তপন মুখার্জী। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন, জগন্নাথ রায়মণ্ডল, গৌরীশঙ্কর দাস এবং নারায়ণ চন্দ্র পোদ্দারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল। দীর্ঘ আলোচনার পর কর্তৃপক্ষ এক দিনের মধ্যে সবাইকে জুন মাসের বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

গণআন্দোলনের আলোকে বিকল্পের সন্ধান শীর্ষক আলোচনা

১৯ জুলাই মৌলালি যুবকেন্দ্রে 'মজদুর ক্রান্তি পরিষদ' সংগঠনের উদ্যোগে একটি মতবিনিময় সভার বিষয় ছিল 'বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক গণআন্দোলনের আলোকে বিকল্পের খোঁজ'। সকালের পর্বে 'সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনগুলির নেতৃবৃন্দ ও বিকালে 'পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী ও বিপ্লবী ধারার বাম নেতৃত্ব' বক্তব্য রাখেন। আয়োজক এমকেপি ছাড়াও এসইউসিআই(সি), সিপিআইএমএল (লিবারেশন), সিপিআইএমএল (মাস লাইন), সিপিআইএমএল(এনডি), সংযুক্ত সংগ্রামী মঞ্চ প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। এমকেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আভাস বংশী আলোচনার সূচনা করেন। বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী।

তিনি আর জি কর আন্দোলনকে ঐতিহাসিক গণআন্দোলন হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। এই আন্দোলনকে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন' হিসাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, শহরের শ্রমিক এবং গ্রামের খেতমজুর পরিবারের অসংখ্য মহিলা-পুরুষ এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তা এক যথার্থ গণআন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল। তিনি বলেন, কোনও বিপ্লবী শক্তি আন্দোলনের দাবি আদায় না হলেই আন্দোলন ব্যর্থ বলে মনে করে না। বরং গণআন্দোলন সঠিক নেতৃত্বে পরিচালিত হলে শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করতে, শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে এবং জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি জন্ম দিতে সাহায্য করে। তিনি যুক্ত গণআন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেন, যুক্ত আন্দোলন মানে ভোটের জন্য সুবিধাবাদী ঐক্য নয়। গাজোয়ারি মনোভাবের পরিবর্তে যুক্ত আন্দোলনের শরিকদের মধ্যে খোলামেলা গণতান্ত্রিক পরিবেশ, 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যে'র নীতির ভিত্তিতে আদর্শগত সংগ্রাম জরুরি। জনগণের রাজনৈতিক শক্তির হাতিয়ার হিসাবে পাড়া স্তর থেকে গণকমিটি গড়ে তুলে, দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেওয়ার উপর তিনি জোর দেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য শহিদ দিবস পালিত

অগ্নিযুগের এক বীর বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য। ঐতিহাসিক অলিন্দ যুদ্ধের অন্যতম নায়ক দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন যে জজ আর গার্লিক, কানাইলাল ভট্টাচার্য ১৯৩১-এর ২৭ জুলাই তাকে আলিপুর কোর্টের মধ্যে ঢুকে গুলি করে হত্যা করেন এবং পুলিশের গ্রেফতারি থেকে বাঁচতে নিজে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর পকেট থেকে যে চিরকুট পাওয়া যায় তাতে লেখা, 'ধ্বংস হও, দীনেশ গুপ্তকে অবিচারের ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও— বিমল গুপ্ত'।

নিজের নাম গোপন করে তৎকালীন পেডি হত্যার নায়ক মেদিনীপুরের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের নাম নিয়ে তাঁকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার বেদিমূলে নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন কানাইলাল ভট্টাচার্য।

এই বিপ্লবীর স্মরণে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস ও কমসোমলের উদ্যোগে ২৭ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে সর্বত্র শহিদ বেদি স্থাপন, মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান, জীবনী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর মজিলপুরে বিপ্লবীর জন্মস্থান সংলগ্ন আবক্ষ মূর্তিতে বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা কমিটির আমন্ত্রণে মাল্যদানের কর্মসূচিতেও সংগঠনগুলি অংশগ্রহণ করে। বিকেলে জয়নগর মজিলপুরের 'ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় মঞ্চ'-র পক্ষ থেকে তিন শতাধিক মানুষের এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মূর্তির পাদদেশে কথায়-গানে-কবিতায় তাঁকে স্মরণ করা হয়।

১১ আগস্ট দেশব্যাপী
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম আগামী ১১ আগস্ট দেশব্যাপী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়েছে।

কেন এই ধর্মঘট ? এর অন্যতম দাবি, অবিলম্বে ব্যাঙ্কে স্থায়ী পদে পাঁচ হাজার ক্লার্ক এবং দু'হাজার সাব-স্টাফ নিয়োগ করতে হবে। কোনও ভাবেই ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ চলবে না। এ রকম মোট ৯টি দাবিকে সামনে রেখে 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ আইডিবিআই অফিসার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ' এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় থেকে কংগ্রেস এবং বিজেপি ধারাবাহিকভাবে এশিয়ার বৃহত্তম শিল্প-উন্নয়ন ব্যাঙ্ক আইডিবিআইকে বেসরকারিকরণের চেষ্টা চালিয়েছে। বর্তমানে আইডিবিআই ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এলআইসি-র যৌথ অংশীদারিত্ব ৯৪ শতাংশের কিছু বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার এবং এলআইসি তাদের ৬০.৭২ শতাংশ অংশীদারিত্ব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এভাবেই সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণের দিকে তারা এগিয়ে যাবে। বলাবাহুল্য এর ফলে গ্রাহক ও ব্যাঙ্ককর্মী উভয়ের স্বার্থই বিপদগ্রস্ত হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির বিরুদ্ধেপ্রকাশ্য ঘোষণা সত্ত্বেও এআইবিইএ নেতৃত্বে পরিচালিত ব্যাঙ্কভিত্তিক ইউনিয়নগুলি শেয়ার বিক্রি বন্ধ করার জন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন আইডিবিআইকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নেয় তখন অল ইন্ডিয়া আই ডি বি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এবং অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের কলকাতা ইউনিট এআইইউটিইউসি-র পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হত। কলকাতা ইউনিটের শক্তিশালী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সে সময় বেসরকারিকরণের যাবতীয় পদক্ষেপ রুখে দেওয়া সম্ভব হয়। চেয়ারম্যান লিখে দিতে বাধ্য হন তিনি বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে। এরই ফলশ্রুতিতে বেসরকারিকরণ বিরোধী বলে সেই সময়কার চেয়ারম্যানকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ধর্মঘটে। ওই দিন এ নিয়ে সংসদের অভ্যন্তরে তীব্র বাদানুবাদ হয় এবং শেষ পর্যন্ত বেসরকারিকরণের পথ থেকে পিছু হটে সরকার। বর্তমানে এই ব্যাঙ্কটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। গত দু'দশকে কোন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ না হওয়ার কারণে ৩ হাজার কর্মীর সংখ্যা নামতে নামতে আজ ৪০০-তে এসে দাঁড়িয়েছে।

১১ আগস্টের এই ধর্মঘটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম। ফোরামের পক্ষ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মচারী ও গ্রাহকদের এই ধর্মঘটের পক্ষে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল এবং সভাপতি ডঃ পূর্ণচন্দ্র বেহেরা।

দুই কর্মীর অভিজ্ঞতা

সংগ্রামী চেতনা

৫ আগস্ট সমাবেশের প্রচারের জন্য আমরা ঘোষপুকুর পার্টি ইউনিট থেকে খাল বস্তিতে প্রচার করতে যাচ্ছি। ঠিক সেই সময় কমরেড সুচিত্রার ছেলের দুর্ঘটনার খবর এল। ছেলেটি মাথায় চোট পেয়েছে। ছেলেকে ওই অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে এসে তার চিকিৎসা করিয়ে সুচিত্রা বললেন, বাবা, তুমি বাড়িতে থাক, আমরা পাড়ায় একটু প্রচার করে আসি। আমরা ৪ জন বেরিয়ে পড়লাম।

প্রচারের সময়ে কমরেড সুচিত্রা একবারের জন্যও ছেলের কথা তোলেননি। আমার কাছে ওর বাড়ি থেকে ফোন এল। বললাম, তোমার বাড়ি থেকে ফোন এসেছে। সুচিত্রা বললেন, বলুন আমরা একটু পরে বাড়ি ফিরছি। নিজে কিন্তু কথা বললেন না ছেলের সাথে।

আমি অবাক হলাম। ভাবতে থাকলাম আমার মেয়ের এমন হলে আমি এই সংগ্রাম করতে পারতাম কি না।

উন্নত সংস্কৃতি

বেলেঘাটা এলাকায় এসইউসিআই(সি) পরিচালিত নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে যোগ দেন। গত সপ্তাহে ফোনে তাঁর বাড়ি যাওয়ার ডাক পাই। তিনি বলেন, 'তুমি আমায় তোমাদের অনুষ্ঠানে ডাকছ, জানো আমি অন্য একটি বামপন্থী দলের সদস্য?' বললেন, 'ডিসেম্বর পর্যন্ত পার্টির কোনও প্রোগ্রামে যাব না, তারপর তোমাদের সাথে আমি কাজ করতে চাই'। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কী কারণে আপনার এমন ভাবনা? তিনি বললেন, 'পার্টির অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয়ে আমার সাথে মতপার্থক্য চলছিল। তারপরে তোমাদের মনীষীচর্চার অনুষ্ঠানগুলিতে সংস্কৃতির যে সৌন্দর্য আমি দেখতে পেলাম তাতে আমি অভিভূত। তোমাদের রাজনীতি আমি আরও ভাল করে বুঝতে চাই। 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউ সিআই(সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইটি চেয়ে নিলেন, দলের মুখপত্র 'গণদাবী' নিয়মিত দিতে বললেন।

জাতীয় শিক্ষানীতির বিকল্প নিয়ে গুজরাটে সভা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বিকল্প শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করেছে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি। এই খসড়া নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষক-অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রছাত্রীদের মতামত নেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্যেই ৩০ জুলাই গুজরাটে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি প্রকাশভাই এন শাহ। প্রধান বক্তা ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ ডঃ এস এন আইয়ার, অধ্যাপক হেমন্তকুমার শাহ, মাধবেন পারিখ। বক্তব্যের পর ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। সভায় সিদ্ধান্ত হয় ভদোদরা, সুরাট, রাজকোট, হিমন্তনগর, পাটন সহ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে এই ধরনের সভা হবে। এ ভাবে আরও কয়েক মাস মতামত গ্রহণ করার পর ২০২৬-এর ২৪ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুতে 'পিপলস পার্লামেন্ট' সংগঠিত করে সেখানে চূড়ান্ত খসড়া পেশ করা হবে।

মন্দিরে শত শত নারীর রহস্যমৃত্যু
নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি এসইউসিআই(সি)-র

কর্ণাটকের বেলতাঙ্গাদি তালুকের প্রখ্যাত এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দুই দশক ধরে ধারাবাহিক অভিযোগ উঠছিলই। সম্প্রতি দুই অল্পবয়সী মেয়ে অনন্যা ভাট ও সৌজন্যার মৃত্যুরহস্যের তদন্ত শুরু হলেও কোনও সমাধানে পৌঁছনো বা অপরাধীদের চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না। এই রকম পরিস্থিতিতে ওই ধর্মপ্রতিষ্ঠানের এক কর্মচারী অভিযোগ করেন, তিনি শত শত অল্পবয়সী ও প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার মৃতদেহ পুড়িয়েছেন। এই হাড়হিম করা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার বাধ্য হয় 'সিট' গঠন করে তদন্তভার তাদের হাতে তুলে দিতে।

রাজ্য সরকারের সিট গঠন করে তদন্ত প্রক্রিয়া চালানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি) দাবি করেছে, যে কোনও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ও ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে সিটকে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং অপরাধীরা যত প্রভাবশালী ও উচ্চপদাধিকারীই হোক না কেন তাদের চিহ্নিত করে আইনি পথে শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। জনসাধারণ দীর্ঘদিন ধরে ঘটে চলা এই রহস্যময় অন্তর্ধান ও মৃত্যুর ঘটনাগুলির পিছনে লুকিয়ে থাকা সত্য জানতে ও অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তি চায়।

জনসাধারণের দাবি পূরণের জন্য সরকার ও তদন্তকারী সংস্থাকে আবেদন জানিয়েছে দল। এই ঘটনার তদন্ত যাতে যথাযথ হয়, তার জন্য জনসাধারণকে সতর্ক থাকারও আবেদন জানানো হয়েছে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com